সীড

(সোসাইটি ফর এডুকেশন এন্ড ইনক্লুশন অফ দি ডিসএবল্ড)

বার্ষিক কর্মসূচি প্রতিবেদন-২০২২

ভূমিকাঃ

২০২২ সালে সীড সংস্থার নিয়মিত ও প্রকল্পের নির্ধারিত সকল কর্মসূচি সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। সীড এর মোহাম্মদপুর ও কামরাঙ্গীরচর শাখার মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী শিশু/ব্যক্তিদের বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করা হয়েছে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কাস্টমাইজড কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

নিম্নে ২০২২ সালে বাস্তবায়নকৃত কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো-

সীড ২০২২ সালে 'স্কুল রেডিনেস ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ' কর্মসূচির আওতায় ৬৬ জন শিক্ষার্থীকে বিশেষ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এবং ৩৬ জনকে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। সীড শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক উপকরণ প্রদান করার পাশপাশি টিফিন/দুপুরের খাবার, মূলধারা বিদ্যালয়ে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফি প্রদান করেছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরে বিভিন্ন দিবস ও ঈদ উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা কার্ডের জন্য শিক্ষার্থীদের আঁকা ছবি নিয়মিত পাঠানো হয়েছে।

২০২২ সালে সীড 'কাস্টমাইজড কর্মসংস্থান' কর্মসূচির আওতায় ৫৬ জনকে ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (পরিবেশ উপযোগী আচরণ ও ব্যবহার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক) প্রদান করেছে। উক্ত কর্মসূচির অন্তর্ভূক্ত ১৫ জনকে নীড অ্যাসেসমেন্ট/মূল্যায়ন, ৩০ জনকে সাইকোলজিক্যাল মূল্যায়ন প্রদান করা হয়েছে। ৩১ জন শিক্ষার্থীকে তাদের ইচ্ছা, চাহিদা ও সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের নিকটস্থ এলাকায় ও 'সীড-রান্নাঘর' এ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার পাশাপাশি জবকোচ সুবিধা ও প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে। চাকরিদাতা ও অভিভাবকদের সাথে 'কাস্টমাইজড কর্মসংস্থান' বিষয়ক ২টি করে মোট ৪টি মতবিনিময় সভা করা হয়েছে।

'রেফারেল ও থেরাপি সার্ভিস' কর্মসূচির আওতায় ১৩০ জন শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীকে ফিজিওথেরাপি সেবা, ২৮ জনকে প্রয়োজনানুযায়ী ঔষধ/নানাবিধ মেডিক্যাল টেস্ট/সহায়ক উপকরণ প্রদান করা হয়েছে।

সীড এর আওতাভুক্ত ৮৫ জন শিক্ষার্থী সীড এর সহযোগিতায় 'কোভিড-১৯ টিকা' গ্রহণ করেছে। উক্ত ৮৫ জনের মধ্যে ২৫ জনকে টিকা গ্রহণের জন্য যাতায়াত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

সীড এর সেল্ফ এডভোকেসী দল 'সীড-ইনক্লুশন ওয়ার্কস' প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন সরকারি প্রতিনিধি, স্থানীয় সরকার, চাকরিদাতা ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে মোট ৯টি এডভোকেসীমূলক সভা সম্পন্ন করেছে। সেল্ফ এডভোকেটগণ কর্মসংস্থান বিষয়ক এডভোকেসী সভাতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩ এর আলোকে অনুচ্ছেদ-১৬(১)(ঝ) এবং এবং নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন-২০১৩ এর আলোকে অনুচ্ছেদ-১৭(ধ) অনুযায়ী সরকারি প্রতিনিধি ও চাকরিদাতাদের কাছে তাদের কর্মসংস্থান অধিকার, চাকরি বিষয়ক সক্ষমতা, দূর্বলতা ও চাহিদা উপস্থাপন করেছেন। পাশাপাশি সেল্ফ এডভোকেটগণ সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রতিবন্ধিতা সনাক্তকরণ জরিপ ফর্মে চিকিৎসক কর্তৃক প্রতিবন্ধিতার সনদ প্রাপ্তির বিষয়ে "প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন-২০১৩" এর ৩১ (৬) নং ধারা ও "নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা

ট্রাস্ট আইন-২০১৩” এর অনুচ্ছেদ-১৭ (ক) অনুযায়ী হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের নানাবিধ সমস্যার কথা উপস্থাপন করেছেন। সীড এর সেল্ফ এডভোকেটগণ ইউটিউব চ্যানেলে এডভোকেসীমূলক ১১টি ভিডিও আপলোড করেছে।

বিশেষ অর্জনঃ

১. সেল্ফ এডভোকেটগণ ইউটিউব এ এডভোকেসীমূলক ভিডিও আপলোড করার মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়াতে কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে পাশাপাশি তারা তাদের কর্মদক্ষতা সর্বসাধারণ মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে।

২. ‘ব্রীজ সিআরপিডি-এসডিজি বাংলাদেশ ন্যাশনাল সাইকেল’ নামক আন্তর্জাতিক কর্মশালাতে সীড এর ২ জন সেল্ফ এডভোকেট সফলভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

৩. ০১ জন শিক্ষার্থীর আঁকা ছবি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা কার্ডে মনোনীত হয়েছে এবং পুরষ্কারস্বরুপ =১০০,০০০/- (এক লক্ষ টাকা) টাকার ১টি চেক প্রাপ্ত হয়েছে।

৪. বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণার্থীরা মোট ৫০০টি মাস্ক, ৫টি বিছানার চাদর, ৩টি নকশি কাঁথা, ৩টি টেবিল ক্লথ, ৩টি কামিজ, ৩টি শাড়ি ও ৩টি ওড়না তৈরী করেছে।

৫. ঢাকা বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, স্থানীয় মুদি মোকান ও টেইলার্সে, এনডিডি ও বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা তারা তাদের কাজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। প্রশিক্ষক/দোকান মালিক প্রশিক্ষণার্থীদের কাজে সন্তুষ্টি হয়ে কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ ভাতা ও নাস্তা প্রদান করেছেন।

৬. নিয়মিত কাউন্সিলিং এর ফলে অভিভাবকরা তাদের প্রতিবন্ধী সন্তানদের কর্মে নিযুক্ত করার বিষয়ে আগ্রহী হয়েছে। যার ফলে কিছু সংখ্যক প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণার্থী তাদের নিজস্ব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে (লন্ড্রির দোকান, পোশাকের দোকান) প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে। পাশাপাশি ২ জন নারী প্রশিক্ষণার্থী তাদের অভিভাবক ও জবকোচের সাহায্যে ঘরে তাদের প্রশিক্ষণ (অর্ডার ভিত্তিক পুথি গাঁথা) গ্রহণ করেছেন।

৭. সীড কর্তৃক পরিচালিত সেল্ফ এডভোকেটদের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ‘সীড রান্নাঘর’ প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে এবং ১০ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে।

SEID
Disability is not a barrier

এক নজরে মোহাম্মদপুর ও কামরাঙ্গীরচর শাখার কর্মসূচি/উপকারভোগী ঃ

ক্রমিক নং	কর্মসূচি	কর্মসূচি/উপকারভোগীর সংখ্যা	
		সীড-সামিট কমিউনিটি থেরাপি স্কুল-কামরাঙ্গীরচর	সীড-মোহাম্মপুর
১	বিশেষ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, শিক্ষা উপকরণ	৬৬ জন	-
২	ফিজিওথেরাপি	৯০ জন	৪০ জন
৩	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৩৬ জন	-
৪	খাবার/টিফিন	৯০ জন	-
৫	অনলাইন রেজিস্ট্রেশন সুবিধা (কোভিড-১৯ টিকা)	৫০ জন	৩৫ জন
৬	যাতায়াত সুবিধা (কোভিড-১৯ টিকা গ্রহণ)	২৫ জন	-
৭	কাস্টমাইজড কর্মসংস্থান	২১ জন	৩৫ জন
৮	ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ (পরিবেশ উপযোগী আচরণ ও ব্যবহার, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ক)	১৩টি	১৩টি
৯	বাইরে প্রশিক্ষণরত প্রশিক্ষণার্থী	১২ জন	১৯ জন
১০	নীড অ্যাসেসমেন্ট	১০ জন	৫ জন
১১	সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট	১০ জন	২০ জন
১২	কাস্টমাইজড কর্মসংস্থান বিষয়ক অভিভাবকদের সাথে মতবিনিময় সভা	২টি	২টি
১৩	কাস্টমাইজড কর্মসংস্থান বিষয়ক চাকরিদাতাদের সাথে মতবিনিময় সভা	২টি	২টি
১৪	জবকোচ সার্ভিস	২১ জন	৩৫ জন
১৫	প্রশিক্ষণ ভাতা	১৫ জন	১০ জন
১৬	রেফারেল সার্ভিস (ঔষধ, সহায়ক উপকরণ, পরীক্ষা ইত্যাদি)	২৩ জন	৫
১৭	মূলধারা বিদ্যালয়ে ভর্তি	৬ জন	-
১৮	ফলো আপ ও মনিটরিং	৯০ জন	৪০ জন
১৯	সহশিক্ষা কার্যক্রম (ছবি আঁকা)	৩১ জন	-
২০	সমন্বয় সভা-সেল্ফ এডভোকেসী দল	-	৩টি
২১	কাস্টমাইজড কর্মসংস্থান ও প্রতিবন্ধিতার সনদ বিষয়ক চাকরিদাতা, সরকারি প্রতিনিধি ও হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে এডভোকেসী সভা	-	৯টি